আরবি ‘তুহফাতুল আরুস’ গ্রন্থের ইংরেজি ‘The Brides Boon’-এর বাংলা অনুবাদ

মুন্নাহ ও দাম্পত্য

মূল
শাইখ মাহমুদ মাহদি আল-ইস্তাম্বুলি

ইংরেজি
ড. আব্দেল হামিদ ইলওয়া

অনুবাদ
বায়েজীদ বোস্তামী

নিরীক্ষণ
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সুন্নাহ ও দাম্পত্য
শাইখ মাহমুদ মাহদি আল-ইস্তাম্বুলি

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৫১-৩১৫৩৯০
www.facebook/pothikprokashon
Email: pothik1prokashon@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৩

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

২১শে বইমেলা পরিবেশক : প্রীতম প্রকাশ

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com
wafilife.com
pothikshop.com
islamicboighor.com
bookriver.bd.net
signature of noor
raiyaanshop.com
hoqueshop.com

মূল্য : ৩৫০/-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

‘হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন, এবং আমাদের মুত্তাকিদের জন্য আদর্শ বানিয়ে দিন।’[১]

[১] সুরা ফুরকান ২৫:৭৪।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১১
ভূমিকা ১৩
ইংরেজি অনুবাদকের কথা ১৮
স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য ১৯
একজন মুসলিম স্ত্রীর জন্য ১৯
একজন মুসলিম স্বামীর জন্য ২০

বিবাহ একটি ইবাদত ২২
আল্লাহর অনুগ্রহ ২২
বিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব ২৩
সতীত্ব/পবিত্রতা ২৫
জাগতিক সুখের শীর্ষে নারী ২৬
ইবাদতের ভুল ধারণা ২৭

বিবাহের প্রস্তুতি ৩০
বিবাহ এবং দীনদারি ৩০
ব্যভিচারী পুরুষ শুধু ব্যভিচারিণী নারীর জন্য ৩১
বাহ্যিক চেহারা এবং গঠনের ক্ষেত্রে সতর্কতা ৩২
সম্ভাব্য স্ত্রীর দিকে তাকানো ৩৩
বিবাহের পূর্বে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ৩৪
অন্য কারও প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সময় নেওয়া ৩৫
অপরিবর্তনীয় ভালোবাসা এবং বিবাহের প্রফুল্লতা ৩৬
অল্পবয়সি নারীদের বিবাহ করা ৩৭
নারীর অভিভাবকের উপস্থিতি ৩৮

ইসলাম এবং ভালোবাসা ৪০
প্রেমের জন্য উপযুক্ত সম্পর্ক হলো বিবাহ ৪০
ভালোবাসার গভীরতা ৪০

সৌভাগ্যের সংসার ৪২
বিবাহতে নারীর সম্মতি ৪২
নারীর নিজ পছন্দসই সঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার ৪৩
নিজ কন্যার জন্য নেককার পুরুষের নিকট যাওয়া ৪৪
মোহর নির্ধারণ ৪৭
একটি বিবাহের আবেদন ৪৯
মোহর প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ৫০
আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা ৫২

উপদেশ ৫৪
বিবাহের পূর্বে উপদেশ প্রদান ৫৪
পিতার উপদেশ ৫৪
একজন মায়ের উপদেশ ৫৪
একজন সমকালীন মায়ের উপদেশ ৫৫

চার দেওয়ালের অভ্যন্তরে ৫৬
প্রথম সোহাগ, প্রথম আলিঙ্গন ৫৬
স্বামীর প্রথম কাজ কী? ৫৬
স্ত্রী-মিলনের পূর্বেই দু রাকআত সালাত আদায় ৫৭
স্ত্রীর জন্য প্রারম্ভিকতা ৫৭
প্রথমবার মিলনের সময় কী বলতে হয়? ৫৮
ঘরের খবর প্রকাশ করা বারণ ৫৯

বিবাহের পরের দিন স্বামীর করণীয় কী? ৬০
স্বামী কীভাবে স্ত্রীর কাছাকাছি যাবে? ৬০
সংগম থেকে প্রতিদান লাভ ৬২
জুমার দিনে মিলনের বিশেষ সওয়াব ৬৩
সংগমের নিষিদ্ধতা পরিহার ৬৪
নগ্নতার বিধান ৬৫
মাসিকের সময়ে মিলনের বিরতি ৬৫
নারী-পুরুষের গোপনীয়তা ৬৬
দ্বিতীয়বার মিলনের পূর্বে পরিচ্ছন্নতা ৬৭

গোসলের পৃথক স্থান থাকা আবশ্যক ৬৮
স্ত্রীর অসন্তুষ্টি ৬৯

স্নেহ, ভালোবাসা ৭০
স্ত্রীর প্রতি বিশেষ খেয়াল ৭০
মাসিকের সময় স্ত্রীর প্রতি যত্নশীল আচরণ ৭৪
স্বামী-স্ত্রী একত্রে গোসল ৭৪
স্ত্রীর প্রতি স্নেহের শ্রেষ্ঠত্ব ৭৫
রমজানে রোজাদার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া ৭৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্নেহপরায়ণতা ৭৬

বিবাহের ওয়ালিমা ৭৯
বিবাহের ওয়ালিমা ৭৯
ওয়ালিমার দাওয়াত গ্রহণ করা আবশ্যক ৮০
ওয়ালিমার আয়োজন ধনীদের মাঝে সীমাবদ্ধ করা ৮১
ওয়ালিমায় নেককার লোকদের আমন্ত্রণ ৮১
দাওয়াতের ক্ষেত্রে অসংগতি (ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে) থাকলে দাওয়াত ত্যাগ করা ৮১
নব-দম্পতির জন্য প্রার্থনা ৮৩
নারীর প্রতি যত্নশীল আচরণ ৮৪
অপছন্দনীয় স্ত্রীর সাথে আচরণের বিধান ৮৪
স্ত্রীর ব্যাপারে ধৈর্যধারণ ৮৬
নারীর যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ পরামর্শ ৮৬
ইসলামে নারীর উচ্চ মর্যাদা ৮৭

সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহ ৮৯
জান্নাতে রূপবতী লাভ ৮৯
নেককার নারীর বৈশিষ্ট্য ৯০
অকৃতজ্ঞ নারীর পরিণতি ৯৩
আদর্শ স্ত্রীর গুণাবলি ৯৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন বিশ্বস্ত স্বামী ৯৫

দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহ ৯৮
স্ত্রীর অধিকার ৯৮
দীর্ঘ সময় স্ত্রী থেকে দূরে থাকা ৯৯
স্ত্রীর জন্য স্বামীর অধিকার কী? ১০১
স্ত্রীর নফল রোজা ১০১
স্বামীর যত্নের শ্রেষ্ঠত্ব ১০৩
জান্নাতী স্ত্রীরা তাদের স্বামীর কল্যাণ প্রার্থনা করে ১০৪
স্বামীর আনুগত্যের প্রতিদান ১০৪
নারীর খেয়াল রাখা ১০৫
স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ১০৭
বিবাহের রাজনৈতিক এবং সামরিক লক্ষ্য ১০৭
ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তব প্রতিফলন ১০৮

বিবাহ উপভোগ এবং দায়িত্বের ১০৯
জাগতিক জীবনের উদ্দেশ্য 'আত্মতুষ্টি' নয় ১০৯
নববধূর কোল থেকে যুদ্ধের ময়দানে ১১০
যেভাবে ইসলাম নারীকে অগ্রাধিকার দেয় ১১০
নারী এবং শিক্ষা ১১১
অবসর সময় ১১২
আদর্শ নেতাদের স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য ১১৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন গুরুত্বপূর্ণ স্বামী ... ১১৬
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনাড়ম্বর জীবন ১১৭
স্ত্রীর ধৈর্যধারণের শ্রেষ্ঠত্ব ১১৮
স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন ১২০
সন্তান প্রতিপালনের প্রতিদান ১২০
কৃপণ স্বামী ১২১
অধিক সন্তান গ্রহণ ১২১
নবাগত শিশুর কানে আজানের ধ্বনি ১২২
নবাগত শিশুর মুখে খেজুর দ্বারা ঘষে দেওয়া (তাহনিক করা) ১২২
নবজাত শিশুর জন্য আকিকা ১২৩
উত্তম নাম রাখা ১২৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন দয়ালু পিতা ১২৪

অর্থহীন নাম পরিবর্তন ১২৪
অসৎ সন্তান আল্লাহর পরীক্ষা ১২৫
ইসলাম এবং কন্যাসন্তান..... ১২৬
কন্যাসন্তান প্রতিপালনের প্রতিদান..... ১২৮
নারী এবং শিক্ষাদান..... ১২৮
শিক্ষার মূলনীতি : উত্তম শিক্ষাদানে নেক সন্তান ১২৯
কখন একটা শিশুকে নামাজের আদেশ করতে হবে?..... ১৩১
সন্তানের সাথে মিথ্যা বলা..... ১৩১
অধিক সন্তানদের মধ্যে সমতা ১৩২
সন্তানের প্রতি স্নেহশীল আচরণ..... ১৩৩
মৃত সন্তানের জন্য পিতা-মাতার প্রতিদান নির্ধারিত..... ১৩৪
সন্তানদের মাধ্যমে পিতা-মাতার মুক্তি..... ১৩৫
দুঃসময়ে স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়া স্ত্রীর জন্য কর্তব্য ১৩৬
পিতা-মাতার আনুগত্য ১৩৬

নারীর ফিতনা..... ১৪১
সঠিক নারীর খোঁজ করো ১৪১
যৌনসংগমের গুরুত্ব..... ১৪২
গায়রে মাহরামের সাথে নির্জনে অবস্থান..... ১৪৩
হে স্ত্রী! সতর্ক থেকো ১৪৪
নারীর জন্য নিরাপত্তা..... ১৪৫
দৃষ্টি : শয়তানের বিষাক্ত তির ১৪৫
একটা পরিষ্কার সত্য..... ১৪৮
স্ত্রীর দ্রুত নিজের স্বামীকে সন্তুষ্ট করা উচিত..... ১৪৯

পরিবার এবং অন্যান্য ফিতনা..... ১৫১
স্বামীর আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধব ১৫১
নারীর শরীর প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সতর্কতা..... ১৫১
যে নারী পুরুষের বেশভূষা ধারণ করে..... ১৫৫
নেতিবাচক প্রকাশ..... ১৫৬
বিধর্মীদের অনুসরণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা..... ১৫৭

আল্লাহর আরশের ছায়াতলে পবিত্র ব্যক্তিদের স্থান..... ১৬০
পবিত্রতার প্রতিদান..... ১৬০
নগ্নতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না..... ১৬১
জান্নাতেও একান্ত মিলন ১৬৪
তাওবা..... ১৬৬

হিংসা ভালোবাসাকে গ্রাস করে..... ১৬৮
হিংসা-বিদ্বেষ..... ১৬৮

বাতাসে পালক উড়ে..... ১৬৯
স্বামীর সাথে স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ১৬৯
স্ত্রীর সাথে স্বামীর দ্বন্দ্ব ১৭১
বিচার-সালিশ..... ১৭২

একজন মুসলিম নারীর কাছে ইসলামের শত্রুরা কী চায়?..... ১৭৩

মুখবন্ধ

সমস্ত প্রশংসা আকাশ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর এবং দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তারই প্রিয় হাবিব, রহমাতুল্লিল আলামিন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর। তিনিই সেই করুণাময় প্রতিপালক, সাত আসমানের মালিক, আরশের অধিপতি মহান আল্লাহ; যিনি তার দয়া হতে মানুষের উপভোগের জন্য সর্বোত্তম এবং একমাত্র বৈধ পন্থা হিসেবে 'বিবাহকে' নির্দিষ্ট করে জাগতিক অন্যান্য সম্পর্কের ওপরে এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। এই জগতে মানবজাতির বিকাশের ক্রমধারা বজায় রাখতে তিনি এই পবিত্র সম্বন্ধ সৃষ্টি করেন। পবিত্র আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতে তিনি বলেন:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

'এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের, যাতে তোমরা তাদের সাথে শান্তিতে বাস করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।'[২]

কুরআনের এই আয়াতগুলো হতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং বৌদ্ধধর্ম যেখানে 'ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাসবাদকে' একটি মহান পুণ্য আর পরিত্রাণের উপায় হিসাবে বিবেচনা করে, সেখানে ইসলাম বিবাহকে সবচেয়ে পবিত্র এবং গ্রহণযোগ্য সম্বন্ধ হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, 'ইসলামে কোনো সন্ন্যাসবাদ নেই।' এরপর তিনি বিবাহের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিবাহ করে। কেননা এটা তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হিফাজত করে।'[৩]

[২] সুরা আর-রুম ৩০:২১।

[৩] সহিহ বুখারি: ৫০৬৬।

মাকিল ইবনু ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'এমন নারীকে বিয়ে করো যে প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী। কেননা আমি অন্যান্য উম্মাতের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করব।'[৪]

যদিও মানুষের মূল চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য সকল জীবের মতোই অভিন্ন, তবে নারী আর পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু অতুলনীয় দিক রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জন্য বৈবাহিক সম্পর্কের পূর্ণতার ক্ষেত্রে ইসলামে কিছু নির্দিষ্ট শরয়ি বিধান বা রীতিনীতি নির্দেশিত হয়েছে। তবে আজ আমাদের সমাজের অধিকাংশ মুসলমান কিংবা নিজেদের নেককার পরিচয় দেওয়া ব্যক্তিরাও ইচ্ছাকৃতভাবে এসকল ইসলামি আদব বা রীতিগুলোকে অবহেলা করছে, নতুবা এখনো তা হতে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। অথচ পার্থিব জীবন এবং অনন্ত আখিরাতের উত্তম প্রতিদানের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধিকার এবং তার সাথে উত্তম আচরণের জ্ঞান রাখা অপরিহার্য। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'তিনটি জিনিস সুখ নিয়ে আসে: একজন নেককার স্ত্রী, যাকে দেখে আপনি প্রশংসা করেন, এবং তাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় আপনার সম্মান এবং সম্পত্তির বিষয়ে তাকে বিশ্বাস করেন; একটি উত্তম বাহন যা আপনাকে এবং আপনার বন্ধুদের ধারণ করতে সক্ষম; এবং একটি প্রশস্ত ঘর, যেখানে রয়েছে অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু তিনটি জিনিস প্রতিকূলতা নিয়ে আসে : একজন মহিলা, যাকে আপনি অপছন্দ করেন, যে তার জিহ্বা দিয়ে আপনাকে আঘাত করে এবং তাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় আপনার সম্মান এবং সম্পত্তির বিষয়ে আপনি তাকে বিশ্বাস করেন না; একটি খারাপ সওয়ারি, যা আপনাকে বিরক্ত করে এবং আপনি তাকে প্রহার করেন, প্রহার না করলেও সে আপনাকে এবং আপনার বন্ধুদের চলতে সাহায্য করে না; এবং একটি সংকীর্ণ ঘর, যেখানে খুব কম সুবিধা রয়েছে।'[৫]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বান্দা যখন বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক দীন পূর্ণ করে নেয়। অতএব তাকে তার অবশিষ্ট অর্ধেক দীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত।'[৬]

---

[৪] সুনানে আবু দাউদ: ২০৫০।

[৫] মুস্তাদরাকে হাকিম।

[৬] শুআবুল ইমান: ৫৪৮৬; সহিহুল জামি: ৪৩০।

ভূমিকা

'বিবাহ' প্রত্যেক মানুষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় এবং পবিত্র একটি সম্বন্ধ। তবে নারী-পুরুষের মধ্যকার একমাত্র বৈধ এই সম্বন্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হলে মানুষ উদ্দেশ্যহীন আর দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আমি আশা করছি, সম্ভাব্য স্বামী-স্ত্রী এই পবিত্র সম্বন্ধের ভেতরে প্রবেশের পূর্বেই এর গুরুত্ব ও বিধিনিষেধগুলোকে যথাযথভাবে অধ্যয়ন করবেন।

বর্তমানে আমাদের সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে নানারকম ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা যদি সম্ভাব্য দম্পতিকে তাদের বৈবাহিক জীবনের সঠিক পথ না দেখিয়ে দিই, তবে তারা এই পবিত্র সম্পর্কের সমাধান খুঁজতে অশ্লীল, অপবিত্র কোনো প্রেমের গল্প বা বইয়ের সাহায্য নিতে পারে—যা তাদের বিপথে নিয়ে যাবে।

একারণে সুখী দাম্পত্যজীবনের সঠিক পন্থাগুলোকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে এবং প্রমাণিত কিছু সমাধানসহ আমি এই গ্রন্থ লিখতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখানে বিবাহিতদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং জরুরি বিষয়গুলোকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে নারীদের সমস্যাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে কিছু স্পষ্ট উদাহরণ পেশ করেছি।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি এই গ্রন্থের কল্যাণকর বিষয়গুলোকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আমাদের সকল কর্ম কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য। অবশ্যই তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং দয়ালু।

বিবাহের ক্ষেত্রে নানারকম নীতি এবং বিভিন্ন প্রকার সমাধান ইতোমধ্যেই মানুষের নিকট পৌঁছেছে। তবে দ্রুত সংকলিত এই রচনায় আমি শুধু মহান আল্লাহর পবিত্র কালামের আয়াত এবং নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হাদিসগুলো সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছি। কেননা এগুলো বর্ণনার দিক থেকে সবচাইতে নিখুঁত, অর্থের দিক থেকে অখণ্ডনীয় আর কুরআন ও হাদিসের সমাধানের ওপর কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। আর ইসলামের মূল ভিত্তি হলো—কুরআন এবং সুন্নাহ।

তাই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ পাঠ এবং এর মধ্যকার সমাধানগুলো ব্যক্তিজীবনে অনুসরণের ক্ষেত্রে শরয়ি গ্রহণযোগ্যতা কিংবা বৈধতার ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা রাখা সম্ভব হবে ইন-শা-আল্লাহ।

আমি প্রার্থনা করছি, আল্লাহ যেন কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণকারীর জীবনকে সুখ দিয়ে পূর্ণ করে দেন এবং সুন্নাহর আলোকে নিজের দাম্পত্যজীবন শুরু করার প্রতিদান হিসাবে তাকে তার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আমিন।

একজন মানুষের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সকল বিষয় নিয়ে কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। সেইসাথে পারিবারিক এবং সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার্থে স্বামী-স্ত্রীর অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কুরআন বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক মহান ধর্ম, যাতে মানুষের বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সমাধান রয়েছে। আর যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিগত ও বাস্তবসম্মত প্রয়োজনীয়তা। তাই, ইসলাম বিবাহ এবং নতুন পরিবার গঠনের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।

কুরআন মানুষের আবেগ এবং আবেগপূর্ণ ভালোবাসার ক্ষেত্রেও উত্তম প্রতিকার বর্ণনা করে। একারণে যৌনতা সম্পর্কে কথা বলার সময় মহিমান্বিত কুরআন স্পষ্ট এবং উচ্চারিত।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর কাহিনি বর্ণনা করার সময় কুরআন উদ্দীপ্ত যৌন-আকাঙ্ক্ষা এবং আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলার মাধ্যমে সেই আকাঙ্ক্ষাকে দমন করার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَرَٰوَدَتْهُ ٱلَّتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُۥ رَبِّىٓ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ.

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ.

‘সে যে স্ত্রী লোকের গৃহে ছিল সে তার কাছ থেকে অসৎ কাজ কামনা করল এবং দরজাগুলি বন্ধ করে দিলো ও বলল, চলে এসো (আমরা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করি), সে বলল, আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তিনি

(আজিজে মিসর) আমার প্রভু! তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন, সীমালঙ্ঘনকারীরা সফলকাম হয় না।

সেই রমণী তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত, যদি না সে তার রবের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতো। তাকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।'[৭]

ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে প্রমাণ দেখেছিলেন তা ছিল ইমানের প্রমাণ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসে আমাদের জন্য আরও শিক্ষণীয় ঘটনা রয়েছে যা প্রমাণ করে, ইমান হলো এক প্রকার নিরাপত্তাবেষ্টনী, যা পার্থিব কামনায় আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে ধ্বংস করা থেকে প্রত্যেক মুমিনকে রক্ষা করে।

একটি হাদিসে ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তিন ব্যক্তি হেঁটে চলছিল। এমন সময় প্রবল বৃষ্টি শুরু হলে তারা এক পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করে। হঠাৎ একটি পাথর গড়িয়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। তাদের একজন আরেকজনকে বলল, তোমরা যে-সব আমল করেছ, তার মধ্যে উত্তম আমলের ওয়াসিলা করে আল্লাহর কাছে দুআ করো। তাদের যে-কোনো একজন বলল, আল্লাহ! আমার অতিবৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন, আমি (প্রত্যহ সকালে) মেষ চরাতে বের হতাম। তারপর ফিরে এসে দুধ দোহন করতাম এবং এ দুধ নিয়ে আমার পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হতাম ও তারা তা পান করতেন। তারপরে আমি শিশুদের, পরিজনদের এবং স্ত্রীকে পান করতে দিতাম। একরাত্রে আমি আটকা পরে যাই। তারপর আমি যখন এলাম তখন তারা দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে বলল, আমি তাদের জাগানো পছন্দ করলাম না। আর তখন শিশুরা আমার পায়ের কাছে (ক্ষুধায়) চিৎকার করছিল। এ অবস্থায়ই আমার এবং পিতা-মাতার ফজর হয়ে গেল। ইয়া আল্লাহ! তুমি যদি জানো তা আমি শুধু তোমার সন্তুষ্ট লাভের আশায় করেছিলাম, তা হলে তুমি আমাদের গুহার মুখ এতটুকু ফাঁক করে দাও, যাতে আমরা আকাশ দেখতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন একটু ফাঁকা হয়ে গেল। আরেকজন বলল, ইয়া আল্লাহ! তুমি জানো যে, আমি আমার এক চাচাতো বোনকে এত ভালোবাসতাম, যা একজন পুরুষ নারীকে ভালোবেসে থাকে। সে বলল, তুমি

[৭] সুরা ইউসুফ ১২: ২৩, ২৪।

আমার হতে সে মনস্কামনা সিদ্ধ করতে পারবে না, যতক্ষণ আমাকে একশত দিনার না দেবে। আমি চেষ্টা করে তা সংগ্রহ করি। তারপর আমি যখন তার পদদ্বয়ের মাঝে উপবেশন করি, তখন সে বলে 'আল্লাহকে ভয় করো'। বৈধ অধিকার ছাড়া মহরকৃত বস্তুর সিল ভাঙবে না। এতে আমি তাকে ছেড়ে উঠে পড়ি। (হে আল্লাহ) তুমি যদি জানো আমি তা তোমারই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করেছি, তবে আমাদের হতে আরও একটু ফাঁক করে দাও। তখন তাদের হতে (গুহার মুখের) দুই-তৃতীয়াংশ ফাঁক হয়ে গেল। অপরজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, এক ফারাক (পরিমাণ) শস্যদানার বিনিময়ে আমি একজন মজুর রেখেছিলাম। আমি তাকে তা দিতে গেলে সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। তারপর আমি তার এক ফারাক শস্যদানা দিয়ে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করি এবং তা দিয়ে গরু ক্রয় করি এবং রাখাল নিযুক্ত করি। কিছুকাল পরে সে মজুর এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে আমার পাওনা দাও। আমি বললাম এই গরুগুলো ও রাখাল নিয়ে যাও। সে বলল, তুমি কি আমার সাথে উপহাস করছ? আমি বললাম, আমি তোমার সাথে উপহাস করছি না; বরং এসব তোমার। হে আল্লাহ! তুমি যদি জানো আমি তা তোমারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করেছি, তবে আমাদের হতে (গুহার মুখ) উন্মুক্ত করে দাও। তখন তাদের হতে গুহার মুখ উন্মুক্ত হয়ে গেল।[৮]

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে নারী পুরুষের সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবসম্মত কিছু আলোচনাও তুলে ধরা হয়েছে। স্বামী এবং স্ত্রীর জন্য পরস্পরের আত্মিক, শারীরিক এবং যৌনচাহিদা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা এবং দাম্পত্যজীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। যৌনতার মতো বিষয় সম্পর্কে নিজেদের মাঝে আলোচনা করার সময় তাদের অবশ্যই লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, তারা দুজনেই আলাদা আলাদা দুটি সত্তা। একারণে সর্বক্ষেত্রে স্বামীর জন্য স্ত্রীর সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখা, এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীকে সুখী করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে।

দাম্পত্যজীবনে স্ত্রীর সাথে অন্তরের মিলনের ক্ষেত্রে শুধু আদর্শমূলক বা প্রথাগত প্রেম যথেষ্ট নয়; বরং যৌনতৃপ্তি হতে পারে স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক ও আত্মিক মিলনের ফল। অতএব, তাদের সৃজনশীল এবং পরস্পরের সহায়ক হতে হবে।

[৮] সহিহ বুখারি: ২২১৫।

নারী-পুরুষের সম্পর্ক স্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়; বরং এটা একটা অর্জন। যা বুঝতে হলে অনেক বেশি অধ্যয়ন প্রয়োজন।

প্রত্যেক দম্পতির প্রতিনিয়ত নিজেদের সম্পর্কের যত্ন নেওয়া এবং সম্বন্ধের দৃঢ়তার চেষ্টা করতে হবে, যাতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একেঘেয়ে মনোভাব বা বিরক্তবোধ এসে নিজেদের অনুভূতি না হারিয়ে ফেলে।

শাইখ মাহমুদ মাহদি আল-ইস্তাম্বুলি

ইংরেজি অনুবাদকের কথা

বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রীর জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করা উচিত:

১. নিজেদের অপূর্ণ যৌন-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা।

২. আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন (অর্থাৎ অশ্লীলতা ও ব্যভিচার) তা থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

৩. প্রতিবার মিলনের জন্য প্রতিদানস্বরূপ সাদাকা লাভ করা।

এটি মূলত আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নের হাদিসের ওপর ভিত্তি করে, যেখানে তিনি বলেন,

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কিছুসংখ্যক সাহাবি তার কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! ধনসম্পদের মালিকরা তো সব সাওয়াব নিয়ে নিচ্ছে। কেননা আমরা যেভাবে সালাত আদায় করি, তারাও সেভাবে আদায় করে। আমরা যেভাবে সিয়াম পালন করি, তারাও সেভাবে সিয়াম পালন করে। কিন্তু তারা তাদের অতিরিক্ত সম্পদ দান করে সাওয়াব লাভ করছে, অথচ আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা কি তোমাদের এমন কিছু দান করেননি, যা সাদাকা করে তোমরা সাওয়াব পেতে পারো? আর তা হলো প্রত্যেক তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ) একটি সাদাকা, প্রত্যেক তাকবির (আল্লাহু আকবার) একটি সাদাকা, প্রত্যেক তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) বলা একটি সাদাকা, প্রত্যেক 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা একটি সাদাকা, প্রত্যেক ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ করতে দেখলে নিষেধ করা ও বাধা দেওয়া একটি সাদাকা। এমনকি তোমাদের শরীরের অংশে সাদাকা রয়েছে। অর্থাৎ আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সাদাকা। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের কেউ তার কামপ্রবৃত্তিকে বৈধ পন্থায় পূরণ করলেও কি তার সাওয়াব হবে? তিনি বললেন, তোমরা বলো দেখি, যদি তোমাদের কেউ হারাম পথে

নিজের চাহিদা মেটাত বা জিনা করতো, তাহলে কি তার গুনাহ হতো না? অনুরূপভাবে, যখন সে হালাল বা বৈধ পথে মিলন করবে, তাতে তার সাওয়াব হবে।[৯]

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য

সবার প্রথমে নিজের ভেতরে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করুন। আর যদি এই দীনের ওপর থাকার সৌভাগ্য অর্জিত হয়, তবে আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষদের এই পবিত্র ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ করুন।

আপনার পুত্র এবং কন্যাদের জন্য আপনি স্বয়ং একটি উদাহরণ হোন এবং সর্বদা এই মহৎ উম্মতের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকুন।

জেনে রাখুন—জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে সম্মান, কেননা জ্ঞানীরা সচেতন। আর ব্যভিচার সকল জাতির নিকট অসম্মানজনক; যদিও অনেকে এটাকে স্বাধীনতা বলে। জেনে রাখুন,

‘চোখের অশ্লীলতা দেখায়, কান দিয়ে শ্রবণে এবং মুখের চুম্বনে রয়েছে।’[১০]

আপনার জন্য মহান রবের আনুগত্যকারী গোলাম, স্বামী/স্ত্রীর সাথে বিশ্বস্ততা এবং উদারতা প্রদর্শন আর নেক এবং দয়ালু পিতা-মাতা হওয়ার মাঝে সুখ রাখা হয়েছে।

একজন মুসলিম স্ত্রীর জন্য

হে বোন! শয়তানের অনুচর হতে সাবধান; তারা মূলত আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে চায়। আপনি নিজেকে আল্লাহর প্রকৃত গোলাম, দীনদার ও নেককার নারী বা পুরুষের মাতা হিসেবে তৈরি করুন এবং এই উম্মাহর গঠনে আপনার ভূমিকা জানুন। আপনি নিজের দায়িত্বটুকু পালন করুন, তবে খবরদার! এই উম্মতের ধ্বংসের কারণ হবেন না। একটি নেককার, আদর্শবান প্রজন্মের নির্মাতা হোন, যা মানবজাতিকে আবারও সঠিক এবং সত্যের পথে, এই মহান ধর্মের দিকে নিয়ে যাবে।

---

[৯] সহিহ মুসলিম: ২২১৯।

[১০] সহিহ বুখারি: ৬২৪৩।

যে-সমস্ত নারীরা পুরুষদের সামনে নিজের দেহ প্রদর্শন করে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না বা এর সুগন্ধও পাবে না এবং অভিশপ্ত হবে।

'হিজাব' আপনার জন্য আপনার রবের পক্ষ হতে দেওয়া একটি সম্মান এবং সুরক্ষাব্যবস্থা। তবে আপনার হিজাব অবশ্যই শালীন বা হালকা রঙের হতে হবে, উজ্জ্বল বা আকর্ষণীয় নয়; যথেষ্ট চওড়া এবং পুরু তবে প্রকাশ্য নয় এবং অমুসলিম নারী-পুরুষদের পোশাক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

একজন মুসলিম স্বামীর জন্য

আপনার স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ করুন। রূঢ়, কঠোর এবং নিষ্ঠুর হবেন না। স্ত্রীর সাথে পরামর্শ না করে জোরপূর্বক আপনার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তগুলোকে তার ওপর চাপিয়ে দেবেন না। তার কষ্ট এবং অনুভূতিকেও বিবেচনা করুন। কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা নিয়ে পরস্পরে পরামর্শ করুন এবং স্ত্রীর সাথে সর্বদা হাসিখুশি থাকুন।

আপনার স্ত্রীকে অন্য আরেকটা মানুষের পরিবর্তে কোনো দাসী মনে করবেন না। তার সাথে সহানুভূতি বা নম্রতা প্রদর্শন ব্যতীত ক্রোধান্বিত হয়ে খারাপ আচরণ করবেন না। কেননা বিদায় হজের ভাষণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মধ্যে আচরণের ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছেন। সেখানে তিনি স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরে উত্তম আচরণের আদেশ করেছিলেন। সহিহ মুসলিমের বর্ণনায়,

জাফর ইবনু মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে তার পিতার সূত্রে থেকে বর্ণিত:

কুরায়শগণ নিঃসন্দেহ ছিল যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাশআরুল হারামের কাছে অবস্থান করবেন, যেমন জাহিলি যুগে কুরায়শগণ করতো। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে অগ্রসর হলেন, তারপরে আরাফায় পৌঁছলেন এবং দেখতে পেলেন নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি এখানে অবতরণ করলেন। অতঃপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তখন তিনি তাঁর কাসওয়া (নামক উষ্ট্রী)-কে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগানো হলো। তখন তিনি বাতনে ওয়াদিতে এলেন এবং লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন,

‘তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম যেমন তা হারাম তোমাদের এ দিনে, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে।

সাবধান! জাহিলি যুগের সকল ব্যাপার (অপসংস্কৃতি) আমার উভয় পায়ের নিচে। জাহিলি যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হলো। আমি প্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি, তা হলো আমাদের বংশের রবিআহ ইবনু হারিসের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বানু সাদ-এ দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুজায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।

জাহিলি যুগের সুদও বাতিল হলো। আমি প্রথম যে সুদ বাতিল করছি তা হলো আমাদের বংশের আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হলো।

তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের ওপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোনো লোককে আশ্রয় না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার করো। আর তোমাদের ওপর তাদের ন্যায়সংগত ভরণপোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের হক রয়েছে।

আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।

‘আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে তখন তোমরা কী বলবে?’ তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দেবো যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হক আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুলে লোকদের ইশারা করে বললেন, ‘ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো’—তিনবার এরূপ বললেন।’[১১]

ড. আব্দেল হামিদ ইলওয়া
আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর

[১১] সহিহ মুসলিম: ২৮৪০।